দেশের কৃষি খাত উন্নয়নে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচী (পল্লী ঋণ বিভাগ) কৃষক/কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের জন্য পল্লী ঋণ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচীঃ দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধকরণ তথা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বর্তমানে ১২২৬ টি শাখার বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত কৃষককূলের ভাগ্য উন্নয়নে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রয়োজনের নিরীখে/সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ কর্মসূচী চালু করে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের সেবা প্রদান করে আসছে।তাছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমনঃ- বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্নিঝড়, অতিবৃষ্টি/অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচী/ সুবিধাদি দিয়ে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড মানবিক সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দেশের কৃষি খাতকে সুদৃঢ়করনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করে নব নব উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে এবং উদ্যোক্তাগণ কৃষি খাতে তাঁদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ঋণ কর্মসূচীসমূহঃ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেঃ

১.০০ বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী(এসএসিপি)

১) উদ্দেশ্যঃ	জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা এবং সবার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সরকারী প্রয়াস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে প্রবর্তিত বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সকল প্রকার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, বর্গাচাষী কৃষকদের মধ্যে(৫.০০ একর পর্যন্ত) ক্রমবর্ধমান হারে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সারাদেশে ৬৪টি জেলার ৩৯৪টি উপজেলার ১৬৩৯টি ইউনিয়নে ৭০৭টি শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত লীড ব্যাংক পদ্ধতিতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড শস্য ঋণ প্রদান করছে। সম্প্রতি বাউকুল/আপেলকুল, স্ট্রবেরী, মাশরুম, আগর ইত্যাদি শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছ|
০২) ঋণসীমাঃ	বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী একজন কৃষক সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা পর্যন্ত (৫.০০ একর অথবা ২.০০ হেক্টর) শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ সুবিধা পেতে পারে। কিন্তু ইক্ষু এবং আলু চাষের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫০ একর পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারে|
০৩) মেয়াদঃ	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ফসল উৎপাদন ও ঋণ পরিশোধসূচী অনুযায়ী|
০৪)আবর্তন শীল শস্য ঋণঃ	০৩(তিন) বছর মেয়াদে আবর্তনশীল শস্যঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রথম আবেদন ও দলিলায়নের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পর শুধুমাত্র ১ম দুই বছর সুদের টাকা পরিশোধ করলেই পরবর্তী বছরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণটি নবায়িত হবে|
০৫) বর্গাচাষীঃ	ঋণঃ জমির মালিকের গ্যারান্টি ব্যতিরেকে সহজ শর্তে বর্গাচাষীদের কৃষি ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে|
০৬) সুদের হারঃ	বার্ষিক ৮% সরল সুদে। তবে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার জন্য বার্ষিক ৪% সরল সুদে|

২.০০ পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচীঃ

১৯৭৭ সালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক পুকুরে মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয় এবং পরবর্তীতে সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে পুনরায় নতুন আঙ্গিকে ক্রেডিট নর্মসহ এ ঋণ কর্মসূচী ২০০(দুইশত) টি নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়|

০১) উদ্দেশ্যঃ	হাজা-মজা পুকুর সংস্কারসহ বিদ্যমান পুকুরে সহজশর্তে ঋণ দিয়ে মৎস্য চাষে উৎসাহিত করে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন|
০২) ঋণসীমাঃ	সর্বোচ্চ ঋণসীমা ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা ।
০৩) মেয়াদঃ	সর্বোচ্চ ৩(তিন) বৎসর|
০৪) ইকুইটিঃ	প্রকল্পের অনাবর্তক ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% এবং আবর্তক ব্যয়ের ৩০% অর্থ উদ্যোক্তাকে বহন করতে হবে|
০৫) সুদের হারঃ	বার্ষিক ৮% সরল সুদে|

৩.০০ শস্য বহির্ভূত কৃষি/অ-কৃষি (Farming & off-farming) ঋণ কর্মসূচীঃ

১) উদ্দেশ্যঃ	দেশের বৃহত্তর কর্মক্ষম জনগোষ্টিকে অধিকতর কর্মমুখী করে গড়ে তোলা, উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহিতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমদানী হ্রাসকরণ, ক্ষুদ্রাকার শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৯৯৪ সালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সমগ্র শাখার মাধ্যমে শস্য বহির্ভূত কৃষি এবং অ-কৃষি(Farming & off-farming)ঋণ কর্মসূচী চালু করা হয়|
০২) কৃষি/অ-কৃষি ঋণ কর্মসূচীর খাত/ উপ-খাত সমূহঃ	ক)হালের গরু/মহিষ ক্রয়; খ)গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ; গ) দুগ্ধ খামার স্থাপন; ঘ) ছাগলের খামার স্থাপন; ঙ)হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন; চ)সকল ধরনের হ্যাচারী ; ছ)মৎস্য খামার/পুকুরে মৎস্য চাষ ; জ)চিংড়ী চাষ ; ঝ)উদ্যানঃ নার্সারী, কলা চাষ, আনারস চাষ, পেঁপে চাষ, নারিকেল চাষ ; ঞ)ফুল চাষ; ট) আম্রকুঞ্জ উন্নয়ন;ঠ)বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ও কেঁচো কম্পোস্ট সার ইত্যাদি|
০৩) ঋণসীমাঃ	সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনের) লক্ষ টাকা|